ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১-৬ ...

টেন্ডার নয়, প্রকাশকদের সঙ্গে বোর্ড বই মুদ্রণে চুক্তি করার সুপারিশ

এনসিটিবিটির কর্মশালায় আগামী বছরের বইয়ের জন্য প্রস্তুতির পরামর্শ

কাগজ প্রতিবেদক : টেন্ডার প্রথা বাতিল করে আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত প্রকাশকদের নির্দিষ্ট দরে বোর্ডের বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নিয়ন্ত্রণ কমানোর কথাও বলা হয়েছে। ২০০২ শিক্ষাবর্ষে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য

বক্তারা এই সুপারিশ করেন।

বক্তারা অতীতে বোর্ড বই নিয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন অচলাবস্থা ও সংকটের কথা উল্লেখ করে এখন থেকেই আগামী বছরের বইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। যাতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানো নিশ্চিত হয়। কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশের আলোকে একটি নীতিমালা তৈরি করে এনসিটিবি আগামীতে বোর্ড বইয়ের কাজ সুষ্ঠভাবে

টেন্ডার নয়, প্রকাশকদের সঙ্গে বোর্ড বই মুদ্রণে

● প্রথম পাতার পর

সম্পাদন করবে বলেও, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এনসিটিবির সভাকক্ষে গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আয়েশা খাতুন, এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরী, এনসিটিবির সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারা, প্রকাশক সমিতির নেতৃবৃন্দ, বই বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্টরা কর্মশালায় অংশ নেন।

শিক্ষা সচিব সা'দত হুসাইন বলেন, ১৯৯৬ এবং চলতি বছরে বই নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে। এই দুই বছরই কারিকুলামে পরিবর্তন হয়। তিনি বলেন, কারিকুলামে পরিবর্তনের কাজ এক বছর আগে শুরু না করার কারণেই বই ছাপাতে গিয়ে অনেক সংকট দেখা দেয়।

শিক্ষা সচিব সময়মতো বই দেওয়াটাই বোর্ডের মূল কাজ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এ জন্য যা কিছু করার দরকার তাই করতে হবে। তিনি বলেন, সব কিছুই পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত।

শিক্ষা সচিব সুপারিশে বলেন, বোর্ডকে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকাশকের সঙ্গে আগেভাগেই চুক্তি করতে হবে। চুক্তিতে খুব বেশি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। বোর্ডকে রয়্যালটির টাকা পরিশোধ করে এইসব চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বইয়ের কাজ পাবে। এক্ষেত্রে বইয়ের সংখ্যাও এনসিটিবিকে নির্ধারণ করতে হবে না। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রকাশকরাই তা ঠিক করে নেবেন। বোর্ড এক্ষেত্রে গাইডলাইন দিতে পারে।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিনিধি আবু তাহের বই বিলম্বে প্রকাশের জন্য কাগজ সংকটকে দায়ী করে বলেন, মে-জুন মাসের মধ্যেই কাগজের উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। সমিতির আরেক প্রতিনিধি ওসমান গণি দাবি করেন, চলতি বছরের বই নকল হওয়ার কারণে বাজারে যে পরিমাণে সরবরাহ আছে তাতে আগামী ৫ বছরে তা শেষ হবে না। তিনি আগামী বছর পুরো বই বিশেষ রঙের কাগজে ছাপার সুপারিশ করে বলেন, এর ফলে প্রকাশকের স্বার্থ সংরক্ষণ হবে।

প্রাথমিক বইয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্ম সচিব আতিকুল ইসলাম সব মহলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি করে বোর্ড বইয়ের নির্দিষ্ট দর নির্ধারণের সুপারিশ করেন। তিনি টেন্ডারের মাধ্যমে দর নির্ধারণের প্রচলিত পদ্ধতি বাতিল করার দাবি জানান।

কর্মশালায় বক্তারা বোর্ডের রয়্যালটি বাতিলের দাবি জানান। তারা বলেন, একটি বইয়ে বোর্ড ১০ শতাংশ রয়্যালটি, প্রকাশক ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ এবং বিক্রেতা ২২ শতাংশ কমিশন পায়। এর ফলে একটি বইয়ে ৪৭ শতাংশ ওভারহেড মূল্য হয়। যা সহজেই কমিয়ে আনা যায়। অবশ্য বোর্ড কর্মকর্তারা রয়্যালটির টাকা মাফ করে দেওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এই টাকাতেই বোর্ডের প্রশাসন চলে।

আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন এনসিটিবির সদস্য পাঠ্যপুস্তক মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম, সচিব ড. গাজী আহসানুল কবীর, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ এটিএম শরীফউল্লাহ, ইউপিএল-এর মহিউদ্দিন আহমেদ, ইত্তেফাকের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার রেজানুর রহমান, সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার রাশেদ আহমেদ প্রমুখ।